ঝিনাইদহে এক কৃষকের ধরন্ত লাউগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ সদরে এক কৃষকের ১ বিঘা জমির ধরন্ত লাউগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ভূপতিপুর গ্রামের আলতাফ মিয়া জানান, পার্শবর্তী উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের মাঠে ১ বিঘা জমি লীজ নিয়ে দেড় মাস আগে লাউগাছ লাগিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে কিছু লাউ বিক্রি করেছেন। শুক্রবার সকালে আবারো লাউ তুলতে দিয়ে দেখেন তার জমির সকল লাউ গাছ কাটা। বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে তার প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছন তিনি। পুর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ প্রতিবেশীরা এ ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারনা করছেন কৃষক আলতাফ মিয়া।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, লাউগাছ কাটার ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষক নিহত

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়া মোড়ে ভূমি অফিসের সামনে ট্রলির ধাক্কায় মজারুল মন্ডল নামের এক কৃষক নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মজারুল মন্ডল সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের আক্তারুল মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সকালে বাইসাইকেল যোগে গ্রাম থেকে কৃষক মুজারুল

মন্ডল মেহেরপুর শহরে আসার পথে নতুন পাড়া ভূমি অফিসের সামনে পৌঁছালে পিছন থেকে দ্রুতগামী একটি ট্রলি তাকে ধাক্কা দিলে সড়কের উপরে ছিটকে পড়ে। এ সময় স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঘটনার পর থেকে ঘাতক ট্রলি ও চালক পলাতক রয়েছে।

গাংনীতে মৌমাছির কামড়ে একজনের মৃত্যু, আহত- ৪

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি মাঠে শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মৌমাছির কামড়ে হায়দার আলী (৫৩) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই সাথে আহত হয়েছেন আরো ৪ জন। আহতদেরকে মেহেরপুর সদর হাসপাতাল ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত হায়দার আলী সাহারবাটি গ্রামের তাহাজ উদ্দীনের ছেলে।

আহতরা হচ্ছেন- একই গ্রামের আছেদ আলীর ছেলে ফজলু(৪০), হায়দার আলীর ছেলে মাসুম(১৮), আনন্দ মণ্ডলের ছেলে হায়াত আলী(৬০) ও পঞ্জত আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী(৫৫)।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্বাস আলী জানান, সাহারবাটি মাঠের একটি গাছে মৌমাছি বাসা বেঁধেছিল। হঠাৎ একটি বাজপাখি তাতে হানা দিলে মৌমাছিরা এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। এসময় মাঠে কর্মরত লোকজনের উপর আক্রমন শুরু করে। মৌমাছির হুলে আহত হন হায়দার আলী, ফজলু, মাসুম, হায়াত আলী ও মোহাম্মদ আলী। ঘটনাস্থলেই মারা যান হায়দার আলী। অন্যান্যদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত

চিকিৎসক আবীর হাসান জানান, মৌমাছির হুলে আহত তিনজন আশংকামুক্ত। মোহাম্মদ আলী নামের একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা

আজ মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২০১৭ সালের এই দিনে সাংবাদিকদের অধিকার আদায় ও পেশাগত মর্যাদার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছিলো মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব।

জেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আজ কাশারি বাজারস্থ জেলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় মেহেরপুর শহরের ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ জন শিশু শিক্ষার্থী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় রেজিস্ট্রেশন করেছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় এ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগীতা শেষে দুপুর ১২ টায় বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে। মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দিবেন।

প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীরা হলো-বি.এম মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আছিয়া খাতুন, রওজাতুল ফেরদৌস রাইয়া, জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ফাবিহা রহমান মাহি, নাফিসা তাবাসুম মালিহা, মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোহনা ফেরদৌস, মেহেজাবিন তৌফিক, এস এম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরিবা ফাইরুজ ওহী, অনন্যা ইসলাম, হাজী গোলাম কাওছার গ্লোরিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর মুনতাসির সাইফ, আনিকা ইবনাত জেবা ও অক্সফোর্ড কিন্ডার গার্টেনের ঋষিকেশ সরকার দিব্য ও মেধা বিনতে মাহামুদ।

জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ প্রেস ক্লাবের সদস্যরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানাবেন।

দর্শনার ধান্যঘরায় গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকরে আত্ম*হত্যা

দামুড়হুদা উপজলোর দর্শনা থানার ধান্যঘরায় ঘররের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মলিন হোসেন (৩৫) নামের ভারসাম্য হীন এক যুবক।

সে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিউনের ধান্যঘরা গ্রামের মাঝপাড়ার ইসমাইল হোসেনের ছেলে। পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে নিজ ঘররের আড়ার সাথে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মলিন হোসেন র্দীঘদিন যাবৎ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করার পরও উন্নতি না হওয়ার কারণে এ ঘটনা ঘটায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত আমানউল্লা আমান ঘটনাস্থল পরির্দশন করে তিনি বলেন, র্দীঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলো বৃহস্পতিবার সকালে সবার অজান্তে নিজ ঘররের আড়ার সাথে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ।

এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের এসএসসি ২০২২ ব্যাচের ১৬জন কৃতি শিক্ষাথীকে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গাংনীর ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃহষ্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রতিজন কৃতি শিক্ষার্থীকে একটি করে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহাম্মদ রোকনুজ্জামান’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও ইউপি চেয়্যারম্যান আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন শানঘাট-চাঁন্দামারী মাধ্যমিক বিদ্যালের প্রধান শিক্ষক আসাদুল আজাদ, রাইপুর মধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান ও বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানীর এরিয়া ম্যানেজার এএসএম কামাল হোসেন।

এসময় বিদ্যালেরর শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকরাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা থেকে অব্যহতি চান ভুক্তভোগী পিতা-পুত্র

পিতা-পুত্রের নামে আদালতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে জামাল হোসেনের বিরুদ্ধে। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট ভুক্তভোগী পরিবারটি এ মিথ্যা ও হয়রানি

মূলক মামলা থেকে অব্যহতি ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, জমিটা আলমগীরের কোন কাজে লাগতো না। এ কারনে এতদিন পড়েছিল। ওই সুযোগে তারা জমির মাঝ দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ব্যবহার করছিল। এখন তাঁর কাজে লাগছে। এ কারনে জমিটি ঘিরে দিয়েছেন আলমগীর। আর ওই জমিটির উপর দিয়ে কোন সরকারি রাস্তা কোনদিনও ছিল না। আমার জানা মতে তাদের সঙ্গে রাস্তা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিও ছিল না। জামাল হোসেন, আলমগীর ও তার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা করে শুধুই হয়রানি করছেন।
ওই গ্রামের আব্দুল হালিম বলেন,জামাল হোসেন, আলমগীরদের কিছুই হয় না। জামাল কুমিল্লার মানুষ। সে এখানে এসে বাড়ি বেধে বসবাস করছেন। আর আলমগীর হোসেন এখনকার বসতি মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছেন। এ ছাড়া জামাল হোসেন তাদের কোন শরিকও না।

তিনি বলেন, জামাল হোসেন, যে রাস্তার জন্য আদালতে মামলা করেছেন। তিনি নিজেই প্রাচীর নির্মান করে ওই রাস্তা আগেই বন্ধ করেছেন। এখন সে অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা বানাতে আদালতে মিথ্যা মামলা করে তাদের শুধুমাত্র হয়রানিই করছেন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আলমগীর হোসেন বলেন, জামাল হোসেন, বিল্লাল হোসেন ও মিজানুর রহমান একই পরিবারের তিন ভাই। তারা উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। ওই তিন ভাই আমার কেনা জমির মাঝ দিয়ে চলাচলের রাস্তা দাবি করে আসছিল।

আমি ওই জমির পাশ দিয়ে, তাদের চলাচলের রাস্তা দিতে রাজি হই। এরপরও তারা কোন কথা না শুনে গায়ের জোরে ওই জমির মাঝ দিয়ে চলাচল করতে থাকে।

আমি কোন উপায় না পেয়ে রাস্তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতে আমার ও আমার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। যাতে করে সামাজিক ভাবে আমাদের সম্মানের হানি ঘটেছে।

জামাল হোসেন মামলায় বলেছেন, আর এস ৮৫ নং খতিয়ানের আর এস ১৩০৭ নং দাগের রাস্তার সমপরিমাণ জমি বিনিময় করিয়া ব্যবহার করছেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। তাদের সঙ্গে এমন কোন চুক্তি আমার সঙ্গে আদৌও ছিল না। যা আমি আদালতের নৌটিশের জবাবে আগেই বলেছি। এ ছাড়া তিনি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা কোনটাই সত্য নয়।

এ সব তারা আমাকে হয়রানি করার জন্য করেছেন। বিষয়টির আমি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

অভিযুক্ত জামাল হোসেন বলেন,ওই রাস্তা সমপরিমাণ জমি আমরা তাকে দিয়ে চলাচল করতাম আগে থেকে। এখন আলমগীর হোসেন আর দিতে চাচ্ছেন না। অনেকবার রাস্তা নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ওনি রাজি না হওয়ায় আমরা বাধ্য হয়ে আদালতের শরাপন্ন হয়েছি।

এ ব্যাপারে এলাঙ্গী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহসিলদার শরিফুল ইসলাম বলেন,ওই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট দিয়ে ছিলাম। বেশ কিছু দিন হয়ে গেছে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না,কি দিয়ে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর মনিরুলের কাঠের তৈরী শিল্পকর্ম

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই মনের ভিতরের ছবি গুলো কাঠের মাধ্যমে গড়ে চলেছেন কাজী মনিরুল ইসলাম। তিনি আপন মনে এ শিল্পকর্মটি করছেন কোটচাঁদপুরের খন্দকারপাড়ার নিজ বাড়িতেই।গড়েছেন মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন শিল্পকর্ম। এর মধ্যে কয়েকটি শেষ হলেও চলমান রয়েছে বেশ কয়েকটি। মুক্তিযোদ্ধার উপর গড়া কাঠের শিল্পকর্মটি সুযোগ হলে মুক্তিযোদ্ধা যাদু ঘরে দেবার ইচ্ছা আছে জানিয়েছেন ওইশিল্পী।

জানা যায়, গরুর ফার্ম,তেলের ব্যবসা সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন কাজী মনিরুল ইসলাম। করোনা মহামারিতে ব্যবসা ভাল হচ্ছিল না। প্রায় লোকসান হচ্ছিল। এ কারনে অবসরে যাবার পরের কাজটি শুরু করেছেন তিনি। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, মনের ভিতরের ছবিগুলো কাঠের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেছেন তিনি। আর এ কাজটি করছেন নিজ বাড়িতেই কাঠ দিয়ে গড়া ছোট একটি ঘরে।

ইতোমধ্যে তিনি কয়েকটি শিল্পকর্ম শেষ করেছেন। যা মানুষের মনে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে,মাঠ থেকে খেজুরের রস সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন গাছি,ঈগল পাখি,বগ পাখি। চলমান রয়েছে

আরো বেশ কয়েকটি শিল্প কর্ম। যার মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একটি বড় শিল্পকর্ম।

তিনি বলেন, সব কিছু একটা ছক ছিল আমার। জীবনের একটা সময় আমি অবসরে যাব। ওই সময় এ কাজগুলো করব। তবে করোনার কারনে একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। অবসরের আগেই জীবনে অবসর চলে এসেছে।

তিনি বলেন,আমি শারিরীক ভাবে একটু অসুস্থ্য। এ কারনে করোনার ভিতর বাইরে যায় না। এ ছাড়া শিল্প কর্ম আমার ভিতরে ছোট বেলা থেকে ছিল। সেটাই করার চেষ্টা করছি। কাজ করে যাচ্ছি,যদি ভাল কিছু করতে পারি। তাহলে তো একটা ভাল কিছু আশা করতেই পারি।

এ শিল্প কর্মগুলোর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার উপর গড়া শিল্পকর্মটি সুযোগ হলে ঢাকা মুক্তিযোদ্ধা যাদু ঘরে দেবার ইচ্ছা রয়েছে আমার।

ঝিনু জানান,অনেক আগে থেকে ফলের বাগানের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। এ কারনে আম আর লিচুর বাগান আছে ৩০ বিঘা। যা থেকে চলে আমার জীবিকা। শিল্পকর্ম নিয়ে তিনি বলেন,এ কাজগুলো করতে কিছু কাঠ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর কিছু কাঠ আমার বাগান থেকে কাটা হয়েছে। একটা শিল্প কর্ম শেষ করতে প্রায় ৫/৭ হাজার টাকার ব্যয় হয়েছে।

গেজেট আর স্বাধীনতা সড়কেই সীমাবদ্ধ মুজিবনগর স্থলবন্দর

১৯৯৬ থেকে ২০২২। মধ্যে চলে গেছে ২৭ বছর। এই ২৭ বছর বিভিন্ন বিভাগের চিঠি চালাচালি আর দুবার গেজেট প্রকাশেই মেহেরপুরের স্থলবন্দর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে মেহেরপুরের বুড়িপোতা এবং ২০২২ এ মুজিবনগর স্থলবন্দর হিসেবে গেজেট প্রকাশিত হয়।

মুজিবনগর স্থলবন্দরের গেজেট প্রকাশ হলেও অবকাঠামো নির্মাণ, জমি অধিগ্রহণ কোনটিই বাস্তবে রুপ পায়নি। ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয় জেলার চাপড়া থানাধীন হৃদয়পুরেও স্থলবন্ধর বাস্তবায়নে তেমন

কোন অগ্রগতি নেই বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সড়কে মুজিবনগর স্থলবন্দর নির্মাণের গেজেট প্রকাশ করেছে এনবিআর। তার সময়ও ১০ মাস পেরিয়ে যাচ্ছে। এর আগে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন মোড় থেকে ভারতের শুণ্য রেখা পর্যন্ত ৫০৪ মিটার সড়ক নির্মান সম্পন্ন হয়েছে। যে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে ‘স্বাধীনতা সড়ক’। এছাড়া স্থলবন্দর বাস্তবায়নের যে অবকাঠামো, জমি অধিগ্রহণ তার কোনটিই এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।

স্বাধীনতা সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগরে বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনে আসেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, রাজনৈতিক শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এসেছেন ভারতীয় হাইকমিশনের রাজশাহী অঞ্চলের দূতাবাস প্রধানও। প্রতিবারই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও উর্ধতন কর্মকর্তারা স্থলবন্দর বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে যান।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন, অচিরেই স্থল বন্দরের সকল কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন। এনিয়ে নতুন করে স্থলবন্দর আলোচনায় আসে।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য এম এ এস ইমনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরে চার কিলোমিটার দীর্ঘ মানববন্ধন করা হয়।

পরে ১২ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করা হয়। এছাড়াও স্থলবন্দর বাস্তবায়নের দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন কর্মসূচী করতে দেখা গেছে।

জানা গেছে, ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে মেহেরপুরের বুড়িপোতায় স্থলবন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তা প্রজ্ঞাপন আকারে ২৮ জুলাই গেজেট প্রকাশ করা হয়।

এরপর ২০০১ সালে তৎকালীন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মেহেরপুরের বুড়িপোতায় স্থলবন্দর স্থাপনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে ওই বছরের ১০ জুলাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি পত্র পাঠান। এরপর এনবিআর ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একাধিক চিঠি চালাচালি হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের

স্থলবন্দর বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করে আসছি। মেহেরপুরের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আমাদের সেই আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষনা করেছেন। কিন্তু মেহেরপুরের কিছু শীর্ষ নেতা স্থলবন্দর নিয়ে আগ্রহ না দেখানোর কারণে এটা সেই সময়ে হয়েছিলো না। পরবর্তিতে ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগরে এসে স্থলবন্দর বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরে চলতি বছরে স্থলবন্দর নিয়ে গেজেট প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু অগ্রগতি নেই। এটার জন্য আমাদের আবারও আন্দোলনে নামতে হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, গেজেট প্রকাশের পর অফিসিয়ালি কোন অগ্রগতি হচ্ছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। তবে যতটুকু জানি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ চলছে। প্রশাসনিক ভাবে আমাদের কাছে কোন তথ্য আসলে জানতে পারবো।

তবে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মুজিবনগর বৈদ্যনাথতলা স্থলবন্দর: এ স্থলবন্দরের রুট হলো স্বাধীনতা সড়ক (মেহেরপুর-মুজিবনগর-চাপড়া-কৃষ্ণনগর সড়ক) সড়কপথ। এ বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি করা যাবে, সেগুলো হলো- মাছ, সুতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code ০৭০১.৯০.১৯ ও ০৭০১.৯০.২৯) ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৪/ডি/কাস/৭২, তারিখ : ২৯-০৪-৭২ এর টেবিলের পার্ট-ঠও এর অধীনে সুনির্দিষ্টকৃত ওজনের মালামাল এবং প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজ (Passengers baggages)।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ দু’জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার রাতে গাংনী থানা পুলিশের পৃথক দল অভিযান চালিয়ে তাদের

গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছেন- গাংনীর বালিয়াঘাট গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাসেল (৩২) এবং সহড়াবাড়িয়া গ্রামের ছের আলীর ছেলে হুমায়ন কবীর(৩৩)।

বৃহষ্পতিবার সকালে দুজনকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ধৃত রাসেল ইয়াবাসহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। জামিনে এসে রাসেল পলাতক ছিল। ওই মামলায় বিজ্ঞ আদালত ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন। অপর দিকে, হুমায়ন কবীরের বিরুদ্ধে মাদক মামলা রয়েছে। আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।